

# Prama

*Published by Drishti*

On its 11th Foundation Day

22 April, 2018  
EZCC, AIKATAN, Salt lake.

**PRAMA** is designed to publish informations regarding the activities of **Drishti** for readers. Apart from this the objective is to share informative articles which will provide resource in related areas. We believe, exchange of thoughts and ideas are of great importance. We respect the involvement of dedicated teachers, members and guardians in our first edition of **PRA-MA**. Their views are extremely important to us and their participation in the mission of **Drishti** is deeply felt. This magazine has a creative section where art and cultural aspects are highlighted to promote creative skills.

Above all I hope **PRAMA** will help to reach various sensitive individuals in the community who has a mind to serve these children to join hands with **Drishti's** Mission to seek a better future for these children. **PRAMA** is a platform which speaks of Dignity to Life and empowerment of Self Advocacy for these children in real life.

---

**Contact :** Saltlake Drishti Centre for Learning Disability (SDCLD)  
Salt Lake City, Sector-I, CE – 182, Kolkata – 700064  
Susdt2007@yahoo.com, www.drishtigroup.in  
033 – 23372733, 9836232858

**Cover Painting :** Kuhu Mitra



**Dr. Adinath Nag and Dr. Tulsi Nag**

**Drishti will remain indebted to them forever.  
Without their love, care and guidance, we could not have travelled this far.  
With their blessing we hope to move ahead in coming days.**

## **Drishti Family**

### **Executive Body:-**

Dr. Adinath Nag (President)  
SusmitaNag (Secretary)  
Tulsi Nag (Treasure)  
Bandan Kumar Shee (Asst. Secretary)

### **Members:-**

Saibal Mukherjee  
SusmitaHaldar  
SoumitaDutta

### **Dedicated Staffs:-**

Susmita Nag (Centre-In-Charge)  
Bandan Kr. Shee (Teacher)  
Debarupa Gupta (Teacher)  
SoumitaDutta (Teacher)  
Rupa Nag (Teacher)  
AnjuKarmakar (Asst. Teacher)  
Sufia Begum (Sub-Staff)  
Ranjit Kr. Prasad (Field Worker)

### **Supporting Members:-**

Abir Gharai  
Debashis Singh  
Soumavo Gupta  
Upal Sengupta  
Amit Dasgupta  
Pradipta Chottopadhyay  
Parag Sarkar  
Debolina De Mukherjee  
Asis Saha, Sovan Paik,  
Sudipta Chatterjee  
Soumya Chatterjee  
Tapan Das, Sanjib Bhattacharya,  
Debashis Chowdhury

**We heartily acknowledge the contribution all people, previous staffs  
and members of Drishti in this journey.**



**Dr. SHASHI PANJA**

**Minister-Of-State (Independent Charge)**  
 Department of Women and  
 Child Development and Social Welfare  
 Government of West Bengal  
 Office :- Bikash Bhavan, East Block, 10th Floor  
 Salt Lake, Kolkata - 700 091  
 Off. : 033 2334-5666  
 Fax : 033 2337 - 3869  
 E-mail : shashipanja@yahoo.com



## ডাঃ শশী পাঁজা

### রাষ্ট্রমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব)

নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজ কল্যাণ বিভাগ  
 পশ্চিমবঙ্গ সরকার।  
 অফিস : বিকাশ ভবন, (১০তলা),  
 সল্টলেক, কলকাতা - ৯১  
 দুরভাষ : ০৩৩২৩৩৪-৫৬৬৬  
 ফ্যাক্স : ০৩৩২৩৩৭-৩৮৬৯

তাং ১২.০৪.২০১৮

### শুভেচ্ছা বার্তা

প্রতিবন্ধী শিশুরা কিছু সীমিত ক্ষমতা নিয়ে জন্মালেও তাদের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে ভবিষ্যতে যোগ্য জাতীয় সম্পদ হয়ে ওঠার নানা উপাদান, যেগুলির যথার্থ আদর-যত্ন ভালোবাসা ও সঠিক প্রশিক্ষণের ছত্রছায়ায় বিকশিত হওয়ার জন্য উন্মুখ, এইসব শিশুদের জন্য কাজ করার প্রয়াস করছে 'দৃষ্টি' এবং 'দৃষ্টি' কর্তৃক সম্পাদিত সংকলন 'প্রমা'র প্রকাশকে আমি অভিনন্দন জানাই।

'দৃষ্টি'র ভবিষ্যতের সাফল্য কামনা করি এবং শুভেচ্ছা জানাই।

ধন্যবাদান্তে -

শশী পাঁজা  
 (ডাঃ শশী পাঁজা)

## **Regular Activities of Drishti:**

- Early Intervention**
- Initial Screening**
- Weekly Assessments**
- Training and Counseling**
- Behaviour Modification**
- Survival Education**
- Parent and Child counseling**
- Vocational Training**
- Office Job Training and Computer training**
- Art and Craft, Music and Dance**
- Communication and Speech Development**
- Self Help /Community Skill training**
- Home Visits and Home based training**
- Celebration of Special days (12th, 23rd January, 15th August etc.)**
- Celebration of Annual Day**
- Celebration of Valentine's Day For Community Awareness**

## শুভেচ্ছা বার্তা

তুলসী নাগ

সন্তানকে ঘিরে বাবা-মা আনেক আশার জাল বোনেন ও স্বপ্ন দেখেন। কিন্তু কখনও কখনও কিছু কিছু বাবা-মায়ের আশা ও স্বপ্ন ভঙ্গ হয় যখন তাঁরা জানতে পারেন যে তাঁদের সন্তান সাধারণ স্বাভাবিক শিশুদের মত নয়। সন্তানের ভবিষ্যৎ চিন্তায় তাঁরা দিশাহারা হয়ে পড়েন। তাঁদের মানসিক যন্ত্রণা আরও বেড়ে যায় যখন দেখেন এইসব শিশুরা সমাজে প্রকৃত স্বীকৃতি পায় না, বরং বিদ্রূপের শিকার হয়। পরিবারের সদস্যদের সামাজিক স্তরে মেলামেশাও প্রায় দূরত্ব হয়ে পড়ে। তবে সুখের কথা এই যে আমাদেরই সমাজের কিছু মানুষের বিশ্বাস যে সঠিকভাবে পরিচালিত করতে পারলে এই ধরনের ছেলেমেয়েরা সমাজকে কিছু দিতে পারবে। সেই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কিছু সংস্থা এগিয়ে এসেছে এই সব ছেলেমেয়েদের প্রশিক্ষণ দিতে। ‘দৃষ্টি’ এমনই একটি সংস্থা যারা এই রকম কিছু শিশুদের প্রশিক্ষণ ও সেবায় এই পরিবারগুলির পাশে একান্ত পরিশ্রম করে চলেছে। আমি আমার মেয়ে সুমিতার হাতধরে এই সংস্থার সাথে যুক্ত হতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত অর্গর্ভিত।

‘দৃষ্টি’ সংস্থার প্রয়াস সামাজিক ও প্রশাসনিক স্তরে সচেতনতা বিস্তার করা। সর্বোপরি ‘দৃষ্টি’র একান্ত ভাবে সচেতন এইসব শিশুদের ভবিষ্যৎ জীবনকে সুন্দর ও সক্ষম করে তুলতে। কারণ আগাম দিনে ওদের বাবা-মা বাধ্য হয়ে পৌঁছাবেন ও তাঁদের মনোবলও কমে যাবে।

আমরা সকলেই আমাদের সীমিত প্রয়াসের মাধ্যমে এই কাজে এগিয়ে আসতে পারি। তাই এইসব শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করার জন্য হাত বাড়িয়ে দিতে সকল মানুষের কাছে আমার বিনীত আবেদন। আন্তরিক ভাবে আশা করবো যে ঈশ্বরের কৃপায় সামাজিক সহায়তা এবং সকল সদস্যদের সহযোগিতা ও সাহায্যের দ্বারা ‘দৃষ্টি’র উদ্দেশ্যগুলি সফলতা লাভ করবে ও এই সকল শিশু এবং তাদের পরিবার এক আশার আলো খুঁজে পাবে। ‘দৃষ্টি’ সর্বস্বীর্ণ উন্নতি কামনা করি।

## **The Journey of Drishti**

The journey of Drishti was initiated as a drive and passion for me. It started with 3 children in the year 2004. The mission was to address the life and self-dignity of all challenged children having special needs in and outside Kolkata. It is an Eternal Truth that only education cannot be the key to a healthy living for any individual and this stands true for children with learning disability as well. Every individual needs Love, Compassion, Respect, Recreation and above all Purposeful Involvement to live a happy life. Drishti since inception has been focusing on dignity to life for them. Drishti is a movement and is trying to look beyond education, therapies, counselling and vocational skill training.

I was blessed to be the daughter of Dr. Tulsi Nag and Dr. Adinath Nag. It was under their care and support that it was possible to start the work in a single room at their residence. Gradually with the increasing demand of the needs of students, expansion of the centre with regular classes happened within few years. Classrooms were constructed to provide better training and teaching environment. Nothing was easy.

I was blessed to meet likeminded people on my journey and had few old friends too who provided me great enthusiasm and moral support on my journey.

Drishti has not only reached to children within Kolkata but also in Bankura, Burdwan, Birbhum, Baharampur and Darjeeling during vacations. For purposeful living, Drishti took various efforts to include these children in various fairs like Kolkata Book Fair/ Biddhannagar Mela/ Corporate Fairs /Banga Sanskriti Mela etc to generate communication and also at the same time promote awareness. Drishti organised Annual Tours of 2 nights 3 days with children to places like Digha, Bakkhali, Jairambati, Bolpur for community training and 24 hours observation program. These tours are followed by detailed records of children for effective parental guidance. By God's grace Drishti has produced two Documentary Films named Different Souls and Chalk bringing across several issues related to real life and future of these children. Drishti has participated in Ramp Show where renowned models walked proudly with these children for awareness too. It was a great success.

Now, Drishti has 6-7 trained dedicated staff to give effective care and training to 20 - 25 children with individual attention following individual training programs. Every staff is entitled to respective responsibilities other than teaching. I am proud to be associated with such lovely group and to have them beside me to attain the mission.

Drishti is engaged in vocational training imparting training related to handicraft articles. For example handmade card, painting and decoration of terracotta products, paper bags etc. Recently in October 2017 Drishti has arranged for a small Handicraft sale counter for regular sale of handmade /hand painted articles beautifully made by the vocational unit throughout the year.

Now Drishti is a Registered Society (Society Registration – West Bengal Act XXVI of 1961 S/2L/58345) after long triumph. We have formed the society to reach out to more number of children and specially children who are coming from families unable to meet the training cost as well. We hope to serve better ahead with greater support from the community. We are hopeful to find more like-minded people beside us to join hands with Drishti.

- Susmita Nag  
*Secretary, Drishti*

## আমার উপলব্ধি

তুলসী নাগ

সন্তান লালন পালন এক সুন্দর ও সুখকর অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতাই বিষন্নতা ও বেদনা দায়ক হয় যখন বাবা,মা একটি স্বাভাবিক বিকাশ বিঘ্নিত সন্তান লাভ করেন। যখনই জানতে পারেন যে তাঁদের সন্তানের স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত, তখনই হয়ে পড়েন বিস্মিত, হতাশ ও হতবুদ্ধি। কারণ এই পরিস্থিতির জন্য তাঁরা মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকেন না।

এই সব শিশুরা স্বাবলম্বী নয়। তাই অবিরাম পরিচর্যা একান্ত প্রয়োজন। ফলে সময়ভাবে বাবা-মায়ের দৈনন্দিন কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। এমন কি তাঁদের জীবনের যাত্রার গতি প্রকৃতির পরিবর্তন করাও বাধ্যবাধকতা স্তরেপৌঁছে যায়। বিশ্রাম, বিনোদন ও একান্ত ভাবে নিজের জন্য কিছুটা সময় ব্যয় করা অসাধ্য হয়ে যায়।

যখন বাবা-মা জানতে পারেন যে তাঁদের সন্তান প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতি ঠিকমত আয়ত্ত করতে সক্ষম হচ্ছে না, তখন সন্তানের ভবিষ্যত চিন্তা করে নিরুৎসাহ, বিমর্ষ, ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এটা কি স্বাভাবিক নয়?

নানাবিধ অপ্রত্যাশিত সমস্যার প্রতিবিধানের চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে ক্রমে শিশুটির বাবা-মা তাঁদের আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবের সংসর্গ থেকে বিছিন্ন হয়ে পড়েন। কিছু ইতিবাচক মানসিক সম্পন্ন বাবা-মা অবশ্য হতোদ্যম না হয়ে সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান সচেষ্টিত হয়ে থাকেন। তার জন্যও প্রয়োজন নিরলস অনুশীলন।

সন্তানের সঠিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে গিয়ে পরিবারের জীবনযাত্রা যেমন প্রতিহত হয় তেমনি বাবা-মায়ের মানসিক যন্ত্রনা প্রসূত প্রতিক্রিয়া সন্তানের পরিপূর্ণউন্মেষের আশ্রয় হয়। সেই কারণেই সন্তানের শিক্ষার পাশাপাশি বাবা-মায়েরও প্রয়োজন নিয়মিত কাউন্সেলিং। তাতেই প্রশমিত হবে তাঁদের আশঙ্কি, স্থির করতে পারবেন প্রকৃত পদক্ষেপ।

## দৃষ্টি নিয়ে দু একটা কথা

প্রদীপ্ত চট্টোপাধ্যায়

‘দৃষ্টি’ একটা ছোট্ট সংস্থা, অ-সরকারি সংস্থা। ‘দৃষ্টি’ তাদের দিকে দৃষ্টি ফেরায় যাদেরকে সমাজের একধারে আবর্জনার মতো ফেলে রাখা হয়েছে তারা ‘দৃষ্টিকটু’ বলে। আমরা যারা কিনা নিজেদের ‘সুস্থ’, ‘স্বাভাবিক’ মনে করি, সেই ‘আমরা’ ওদের দিকে দৃষ্টিপাত করতে চাই না, ভয় পাই, ঘেন্নাও করি খানিকটা। ভুলে যাই ‘ওরা’ আমাদেরই লোক! আমাদেরই পরিবারে, আমাদেরই শরীর থেকে, আমাদেরই বংশগতির ধারাকে ধারণ করে ওরা আছে, জন্মেছে, বেড়ে উঠেছে। মূলস্রোতে ভেসে চলার তৃপ্তিতে বৃন্দ হয়ে আমরা প্রানপণে ভুলে যেতে চাই, অস্বীকার করতে চাই বাকিদের; আঁকড়ে রাখতে চাই, ধারণ করতে চাই মূলস্রোতের প্রতিটিকণা, প্রতিটি বিন্দুকে। মনে থাকে না মূলস্রোত ‘মূল’ হয়ে ওঠে অনেক অনেক ছোট ছোট স্রোতের মিলনে। তাই বর্জন নয় গ্রহণের মধ্যে দিয়েই পেতে পারি, অর্জন করতে পারি নিজেদের মনুষ্যত্ব, উত্তীর্ণ হতে পারি, জীবিত্য ক্লেশ, গ্লানি, শয়তানি, পিছুটানকে পেছনে ফেলে এক মানবিক উচ্চতায়।

‘দৃষ্টি’ ঠিক এখানেই দৃষ্টি দিয়েছে। সে সমুদ্রবন্ধনে কাঠবেড়ালির ভূমিকা নিলো হনুমানের, তা নিয়ে তার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। দৃষ্টির মানুষদের কাজ করাতেই আনন্দ। দরদ দিয়ে, ভালোবাসা দিয়ে, স্নেহ ভরে, আদর করে এই সমস্ত শৈশব-কৈশোর -তারুণ্যের মধ্যে দিয়ে যাওয়া প্রান্তিক মানুষদের তারা ভরসা যোগাচ্ছে; বেঁচে থাকার, পথ চলার দিশা দেখাচ্ছে। ‘দৃষ্টি’র দৃষ্টি ছুঁয়ে যাচ্ছে এদের দুঃখ-যন্ত্রণা-আনন্দ-ভয়-রাগ-লজ্জা-বিরক্তি-তৃপ্তি হিংসে-সন্তোষ স-ব।

সমব্যথায় নীল ‘দৃষ্টি’ এদের শরীরে মনে নীল হয়ে কাজ করছে পরম মমতায়, চরম সতর্কতায়। এ এক অন্য তপস্যা। মানুষ গড়ে তোলার তপস্যা, মানুষ হয়ে ওঠার সাধনা। এই সাধন মার্গের একমাত্র লক্ষ্য মানুষ; একমাত্র ধর্ম মানবতা।

## LOVE CURES

Farooque Hyder

Drishti is a school for children with learning disabilities and mentally challenged, has on its signboard the two written words "LOVE CURES".

Love is a spontaneous outburst of expression or feeling of the heart and more silent in nature. CURE is more related to a professional, logical approach in helping a person to come out of a disease of health or mind. So how does the two words go together? I often wonder!

If we have seen the movie 'Tare Zamin Par' let us recollect one scene. Amir Khan, as a drawing teacher and a special educator explain that in Solomon Island if the natives have to get rid of a tree, they do not cut it; rather they come in groups surround the tree and hurl abuses at it, soon the tree dies.

In contrast, just think what can happen to a person if words of Love, appreciation, accolades are hurled regularly and routinely. Will the person not feel better, important, and show signs of self-confidence?

Truly Love is a cure if we understand and imbibe in our daily life. A little control of our tongues can lead to wonder that can enrich our individual life and people around will radiate the happiness and positivity.

Special children understand the language of Love as much as they understand the language of hate. They have shortcomings but do not have enough mental power to overcome or renounce them.

We should stop expressing our frustration in front of them, stop abuses or curses or judging them by their merit or ability. Instead they should hear us praying loud and clear, thanking our creator that HE has chosen us as parents and teachers knowing how reliable and responsible we are. The child on hearing it will find his life meaningful.

## DRISHTI

Papri & Shamim Raza

It is said “every cloud has silver lining” and every time I linger around the premises of Drishti, this lines strikes me hard Drishti that can be roughly translated into vision, is a brilliant initiative taken by Ms. Susmita Nag a pillar on whose resolute ambition and selfless love stand this symbol of hope.

In the world where the people are judged on the basis of the caste, colour, status and creed, there is a little time for the people to set their eyes on the children who are oblivious to evil. While the world takes them to be different, they are ones who dare to look at the world differently. One needs to ponder into the heart of these building kids to understand how special they are. One need to wonder around the joys atmosphere of Drishti to realize how it is both enthusiastic and soothing at the same time. Watching the little star singing and dancing to their own rhythm is no less than gazing at a pot of clay being moulded to reach its perfection. Every painting displayed here reveals a story about the child behind it, every canvas smeared with cheerful hues puzzles the beholder to decide what was more colourful? The painting or the artist? Behind the numerous sunshine faces, the main attribute goes to its Teachers and the Head Mistress/founder Ms. Susmita Nag who work day and night to make Drishti stand where its stand today. They have made the atmosphere so warm and cosy that the children they are at home. They feel safe and snug in the absence of their parents. The care and love with which they are taught the art of being independent speaks for itself. The teacher pays special attention to impart vocational skills in the students so to enable them to stand fearlessly.

The invisible mind of every child studying here is marvelous and the final result after being educated from Drishti is no less than a miracle. In the end, Drishti is not a just and incredible initiative that is carried forward by a number of selfless reformers; it is a world in itself. It is a small world brimming with optimism for children with big dreams.

With lots of Good Wishes.



## **Benefit of Special Schools**

Susmita Nag

All children are Gift of God and so are children with Learning Disabilities. They too have likes, wants, desires, dreams of their kind which needs opportunities to fulfill them. They are special not only because their needs are slightly different as most of them are cases of developmental disability but I guess they understand the surrounding environment differently than us , which we often fail to reach or understand.

There are children with minor to severe developmental disabilities. Many years ago, majority of the children with learning disabilities were not regarded as educable. But due to marked increase in community awareness today the idea has changed completely and the need to educate them has been realized.

DRISHTI is one such special training and counseling Centre specially designed and planned to impart education of such children. The needs of such Centres are increasing as more and more awareness programmes are being 'conducted'. At the same time need is increasing as well.

'Education' for a child with learning disability is not only concerned with intellectual development but for effective management of the child in his daily living. This is given equal importance. Thus where a traditional school is unable to provide facilities for such children the special schools / Centre are working with an integrated approach for the overall progress of a child. A special school is not only a child's second home but to parents it acts as a mentor. Being beside the parents is a big responsibility of teachers and professionals. It could be through adequate guidance or simple counseling.

Children with learning disability have hidden abilities and needs proper way to express them. Special schools provide not only opportunities but constant encouragement. It enables a child to realize his potentials and think positive about him/her through effective training and counseling. Parents play a major role in a child's overall progress. Special guidelines are also provided by these schools in order to equip the parents to carry out the specific programmes effectively in their daily life. The total process of educating them is an interdisciplinary approach this includes Teacher, Therapists, Doctor, and Counselors and of course Parents. It should be CHILD CENTRIC APPROACH .These schools are ideal for children with special needs where a continuous team approach is carried out. At every step of activity each child gets guidance/assistance to achieve better every day. Especially areas like Self-care, Self responsibility, Social behaviors are taught through

DRISHTI

daily training program. After all a child has to learn these skills to function in real life which cannot be denied.

The Teaching methods here are evolve giving enough importance to a child's interests and hobbies. Curriculums are individually planned and designed to suit the child abilities. So that learning is fun. Various attractive method like project teaching, use of models etc. are carried for better retainment of knowledge. Often special furniture and toy activities are kept available to the children. Thus the 'SpecialSchool' becomes a second home for a child where child's needs and choices are given importance to.

Special schools are capable of conducting a right balance between disciplines and love to lead the children into a brighter world. Patience and Compassion are intricate quality of special school professionals.

A lot of love and individual care should be available in special schools as that's most important for the child's overall progress.



**WITH BEST WISHSES FROM :**

**Malati Paik**



**With best compliments from:**

**S. ROY**

## **DRISHTI - AN OVERVIEW**

Susmita Haldar

My association with DRISHTI goes back a long, long time. It was born in front my eyes. A little idea in an individual's mind germinating into a small Centre. The centre was small but not the dreams flowering around it. It was a relatively new thought. The general perception at that time was that school was meant for traditional method of teaching. Children with special needs were somehow neglected in mainstream school and pushed to the periphery. They felt left out and it weighed heavily on their sensitive mind. It reflected on their daily behavior. It is here that schools like DRISHTI blossomed to fill the void. It was meant to nourish and mentor them so that they could hold their head high and march ahead.

The children of DRISHTI are unique. They are gifted and extremely loveable. In their own special way, they express their love and gratitude for every little deed that is done for them. When they hug out of love – it is a genuine hug, one that is not contaminated by any motive. The children are particularly open to friendship. It may take time, but once they accept you, they will maintain it via recognition. They are specially fond of music. In the annual functions, I have seen them swaying to music, clapping on beat, and ever sing popular songs. Some have given a dance recital. All this have left all of us mesmerised and have remained etched in our memory.

The children need a lot of love and attention and I am sure DRISHTI is capable of meeting new challenges. I wish Ms.Susmita Nag and her team all the best in their journey ahead. The progress may not be smooth at all time but the noble cause will guide it to its cherished destination.

## **My Overview : Drishti A Special Centre for L.D**

Rupa Nag

Drishti is a short word meaning 'sight'. But to some of us it has a deeper meaning. Drishti to us is a temple, our inspiration, our strength. It's an organization which tries to help every individual including students as well as teachers. Drishti is engaged in training, counseling, and education of all children with special needs, irrespective of their socio-economic background. Drishti reaches out to every children. It aims at individual attention where each child is made to feel important. Drishti may not have a huge infrastructure and it may not have thousand students but it is very big in values and discipline. Drishti loves to explore with the children through various activities like tours, games, music, dance, play and several other programmes and events. The children are obedient and respectful.

I believe that every child is special and unique. Each child has capabilities waiting to be explored. Drishti actually provides a platform for such exploration of special need children through love, care, comfort, happiness. It aims at making them as independent as possible so that they can communicate and effectively function in the community with less difficulty. This helps them not only to be confident but cope better with daily activities too.

Any educator or professional needs effective guidance and support to gain knowledge. Learning is a lifelong process. My initial experience with these children was not only challenging but exciting as well. All staff and the students provide me enormous support and cooperation. I feel privileged. I am happy to be part of such an organization where a unique group of people are facing challenges with grace and style and know how to carry out required activities when and where needed. It was great fun and instructive to interact with these children. I find the children esthetically trained and having good value training. I am blessed to help them in activities like painting, craft work, games and of course teaching. The parents of the students of Drishti seem to have a long association with the organization who are helpful and cooperative with the mission of Drishti. Through my experience. I see Drishti as a next home for these children or in better words "a home away from home" as it provides such a comfortable environment for the students to feel happy within a structured environment like their home. I am thankful to our principal Susmita Nag for giving me this beautiful opportunity to serve and experience such lovely moments with special children. She helped me to see the world through the eyes of these children which is nothing but a blessing. I have learned to observe behaviours of children and their actions and also to modify them. I have acquired various techniques for creative and innovative teaching. Everyone knows 'Love Cures' but I experienced it through my journey at Drishti.

## **Drishti's Role In Educating Special Children**

Mrs. Dola Moitra

Every child has the right to education including those with disabilities. School plays an important role in imparting education. The aim of schooling is usually said to facilitate the child's cognitive, social and emotional development. For children with Special needs a lot of love and nurture is essential to achieve these goals.

Unlike 'normal' children who acquire skills, accumulate experience through exposure and spontaneously move on to the next level, for most of the children with special needs learning is not spontaneous. My son Kaustav Moitra is 15 years old and having ASD (Autism Spectrum Disorder) needs to 'learn how to learn' including such basic skills like attending, compliance, play and exploration. Though a very intelligent boy his learning experiences has to be deliberately structured. The characteristics is like sensory overload, preference for routine and motor planning difficulties sometimes manifest in the form of inappropriate social behavior. However these are an integral part of having autism. A good teacher and a good special school recognizes and manages factors and stimulations that contribute to negative social experiences. Improving social performance is essential to meet the individual needs for these children. The needs –

- Acceptance
- Love
- Interaction with others and
- Independence

Social Skills Training is often neglected by schools; greater weightage is given to academic achievement. This cuts off children from the mainstream and they are often bullied by others.

During training of special children the parents play an important role, they sometimes solve problems though their innovative ideas where teachers fail. Parents and teacher have to build bonds, trust and respect between themselves. When everybody gives the same signals and works together the child learns faster.

My association with 'Drishti- School for children with learning disability' goes back to 2008 when Kaustav was just five years old and admitted in the school. Susmita, the principal of the school, whose inspiration and hopes for these special children resulted in building this school, was an inspiration herself. As the principal of the school she manages these children with love and tolerance. The focus on subject is not the most important factor here. Much of the focus is rather laid on the skills as each skill builds on the other. Curriculum is not limited to course of study but whatever learning takes place within or outside the school. I deeply appreciate Susmita for this outlook. I wish, from the bottom of my heart, Susmita and her team all the best for the coming years.

## **Community Support Is Strength**

Debarupa Gupta

Special need children have various hidden talents which are gifted by nature. Many of us are unaware of not only the way they think but also about such talents. Their way of understanding the world is beyond our reach. This could be a reason why the society fails to connect with them easily. Special need children needs to be explored, understood by not only teachers and care givers but also by their neighbor in the community, relatives and friends. That they are a part of our life this should be felt and understood by the community. This provides better living for parents with special children to act appropriately for their child's overall progress.

Society gives more priority to traditional way of acquiring knowledge to attain grades and then designations. Where children with learning difficulty learn slowly and have to struggle with educators to learn and retain knowledge. Children without diagnosed learning difficulty should be guided to explore such children through effective effective school visits to an awareness regarding special education and special children. It's my personal view that interpersonal communication needs to be encouraged and increased within community with these children for greater awareness. it is not only the task and duty of few organisations working for special children but it is the duty of everyone in the community to connect and help with special need children and pupil. This will empower teachers and parents.

These children as per my knowledge and observation are lovely human beings to spend with and the best teachers of love, forgiveness, thankfulness and other essential values of daily living.

## IDENTITY CRISIS OF A CHILD

Sudipta Chatterjee

Nowadays we hear a lot about Identity Crisis all over the world. A great deal of discussion goes on and on with the general people, counselors, psychologists.

But what is Identity Crisis? Why does it happen? Why one suffers? And how can we help?

Identity Crisis – Someone who is lonely, reclusive, not in touch with human society or in touch with the society with wrong people – the people we generally perceive as wrong doers. Someone who likes to keep to himself or herself. Suffering from depression, negative outlook to life, finding no meaningful existence in this world may lead to identity crisis. In other words a person suffering from ‘Meaningless Existence’ mentality is identifying himself with identity crisis. They basically do not know what role to play, what responsibilities to take up, what to do with their life – no purpose, no direction, no aspiration or no concrete aim, etc.

The happening or reasons – We are born as human beings. We are gifted with the brain with which we can indulge in thought process, reasoning. When we cannot think with reasons or are oblivious to our own self – there is a crisis of our own identity. Who am I? Why am I? What am I with regard to others. These are the questions that linger in our mind when we are the victim of identity crisis.

Let's start with a new born child. When he or she is born she is just a plump of innocence with eyes learning to identi-

fy things with a mind of inquisitiveness. Everything, every moment is surprise to her. She does not know or suffer from any crisis let alone the identity one. An ever smiling, crying, loving gift from the living spirit of nature, she cuddles in her mother's, father's, grand parents' arms with all the peacefulness in the universe. She grows up with all the inquisitiveness, surprises in her eyes and questions in her thought process with great observations.

She observes how her parents, grandparents and others behave at home. She observes the surroundings. If the family she is born into is a fragmented one with parents in quarrelsome attitude, having no respect to the grandparents or the grand elders having indifferent attitude toward the mother or father or there is no loving smiling laughing environment in the home – she grows up with questions. Why these things happening and find no answer with her underdeveloped thought process. Being a child she is scared to ask or even if she asks or cries she is snubbed or left alone or neglected by the elders.

Or the smart parents are smartly occupied with the smart mobiles forwarding all the silly, idiotic, stupid ‘Good Mornings – Good Nights’, ‘Jokes’. Foolishly and continuously whatsapp-ingfacebook-ing the pictures of pet cats and dogs. I find it really ridiculous of sharing private pictures or videos of a marriage or a ceremonial event. I only know my friend, what on earth I have to do seeing the stupid pictures of

his relatives with whom I have no connection. What great achievement we make in sharing with the whole world these irrelevant posts? We don't have time to look after the child as the modern gadget is the only precious possession of us.

If a child is born into an affluent family with both the parents working – well there is nothing wrong with the parents leaving the child in the mercy of a helping hand at home – the great irreparable mistake is running after money. There is no end for materialism. Isn't a descent home, a descent saving, a small car and lots of happiness and time and space and laughter and bonding enough for the family? But no – we'll have to run after money with the excuse of making our child the super human, the emperor of the universe and take pride in him – see whose child is he or she! We make expensive gifts to the child and take satisfaction that the little baby is more than happy with the toys and dolls. But it does not come to our thought that the baby would be much happier if we play with her with a simple ball at home or in a park.

Now if the parents get broken and separated. There is no harm in parents getting separated due to some serious mis-match in between themselves. Rather it is better to stay in separate ways than to fight with each other regularly and subject the innocent child to serious repercussions. But more often the father neglects his own child, even cut off any connection with the child, leaving the child in poor conditions without any financial assistance and at the complete mercy in the hand of her poor mother. There is this clash of ego between the parents that makes the child suffer who has not come to this earth out of her own sweet will or wish but because

of our own eclectic desire and satisfaction for each other.

Why a child suffer -

This negligence of a child leads her into a separate world of her own slowly getting detached from her near and dear ones. She observes that the elders are leading a life of their own without a little compromise among each other.

Here where starts the mental disturbance. She goes to school with pricking mind. At times she might find comfort zone with her friends but when she is back at home she is depressed and finds no body who can talk to her with innocence, to talk to her non-sense. Her surrounding is aloof to her and people are serious with themselves because they are adults and have neither the time or space to talk to this child with childish giggles.

The poor child is left in her room or in the corner of the room all by herself. Now she slowly develops a negative mentality. She finds no love, no appreciation of her little deeds, no respect is shown to her in her tender age. She curls herself into a cocoon of negativity. A revolting attitude grows in her. But she cannot do anything. She slowly losses the expressive attitude and takes shelter in a shell of her own world where there is no love, no affection, no respect, no appreciation, no playfulness. She losses her innocence. She grows the thought process of hatred. She starts hating life. She finds no reason for being born, no meaning of her life and then one day finds no reason for being alive. This leads to her identity crisis and now she is preparing herself to do away with her own life. And in many cases the revolting attitude leads her to delinquent tendency. She starts committing petty crimes in her adolescence. She becomes drug addict, even



indulge in sexual misadventures. With these indulgence she is further cornered. She finds no reason why her parents gave birth to her. She finds herself lonely and only criticism and then she finds no reason why she should not take her own life. She might develop a negative identity in the society, an identity of a drug addict, an alcoholic, an irritant and other negativities of human life.

Help to stop this problem of Identity Crisis - Have time for storytelling. The stories of Prince and the Princesses, stories of jungles, stories of birds, stories of historical heroes, stories of ancient times. This will help her to fantasise, to dream – her dreams may lead her to be successful in her own way, to develop a philosophical mind, to develop her thoughtfulness. Tell her the realistic stories also which might help her to remain grounded. Do not leave the poor creature in front of television set and yourself with your stupid mobile phone. Seeing and hearing the cartoons relentlessly do not help the brain development, rather it blunts the development of the reasoning cells of the brain. Watching cartoons is not all that bad but Keep a balance in between watching TV and playing real games.

Tell her stories of families of both maternal and paternal sides. Tell the stories of family achievement. This will make her proud of belonging to the family, proud of her existence, the feeling of pride that she is born into such parentage.

Do not shy away from telling her the stories of failures of the family members. This will not subject her to be in constant burden of achieving. Rather she will be prepared to take failures in her stride and accept her failures while facing the tough world.

Spend time as much as you can with your child. Don't bring work back home from your office. Play or just walk around the corner of your block holding the child's hand tight. Yes, holding a child's hand tight nurtures a self confidence in her, develops a courage within her. Of course holding the child's hand tight helps her to face the realistic world when she grows.

In case the parents are separated, both the parents should see that the child is not neglected not only from responsibility but from love, affection and attention toward her from them in her adolescence. Once again I repeat that we should remember the child is not born to us out of her own sweet will or that God has forcibly handed us a plump of joy from sky.

So, even either of you are separated, be in constant touch with her, so that she never gets the feeling of separation from her parents.

If both the separated parents go for re-marriage, make it a deal with the new entrant, yes make a business like deal, so that the child gets full attention and acceptance to her second mother or father. Otherwise don't marry.

Also make it a point that the child should not be ashamed in telling that her parents have broken marriage. With love, care, attention she will accept.

If you have surplus money, still don't buy too much expensive gifts always. Buy her simple toys even from footpath sellers. Send her to school in a school bus even if you have 10 cars. Sometime take her even through public transport so that she learns to be down to earth and does not develop the snobbery of affluence.

Buy her books, not mobile till she passes her Secondary school. Tell her that idiots and stupidest of the world use mobile

## DRISHTI

phones at her age and that she is having much better grey matter and intelligence than to waste time on silly whatsapp-ing and facebook-ing.

Encourage her to mix with her peers in school. Let her mingle around with anybody and everybody coming from different strata of the society, religion, caste and creed. There are some children who are little more intelligent than others, but the teachers should not show any indifferent attitude toward the children who are slow in keeping pace with their peers.

Dear parents please do not compete with each other as to whose child is scoring more marks than the other.

Make occasional visit to relatives and friends' homes and for God's sake don't glue your bum on a sofa in front of the blabbering TV. Here how she learns to mix with people and does not get confined to herself.

Keep Sundays completely free. Don't make her study from Saturday afternoon and all day Sunday. Let her be out of daily Monday – Friday routine.

Give monetary or any kind of help to the poor through her. Here she learns to be passionate and kind.

Take her to good movies, plays, musical functions. Take her to art galleries, to cricket match, football match. Show her the streams, the rivers, the mountains, the green paddy fields. Show her the ethereal dawn and the fading twilight. Show her the horizon where the earth meets the blue sky.

Please do not always dictate her to 'do this and don't do that'. Give her some space. This will help her make her own decisions.

Be with her and see! Your babber develops a taste for -

'All things bright and beautiful,  
All creatures great and small,  
All things wise and wonderful,  
That Lord God made them all'.

Note: Feminine gender 'She' is used as it is the girl child who is still neglected in our country. The writer gives equal importance to the male child. Children are children - sweetest of God's innocent creation.

The article is writer's own perspective and not taken from any research paper or journal. Anybody in any mental suffering should be taken to a psychologist and should be treated and by no means kept under wraps.

**LET'S THINK TOGETHER**

Soumita Dutta

Education is a part of learning which helps an individual in their future development. But does education help every Special children in their future development? Education / training helps every student to seek an involvement, but does this again stand true in case of children with special needs? The thought often haunts me.

Special children need education and can be educated, but the difference is that they may need some special techniques and guidance for that. Apart from education they need guidance and training in acquiring self-help skills to help them in daily life as well. Any education is fruitful when it has real application in real life situations. This generates self-esteem and makes the individual feel involved as well. Every individual feels confident when he or she is able to contribute in the community.

In my vision, after training education, therapy, vocational training do our children have sufficient avenues to contribute their learned skills? Do they find involvement in the field of job in the community?

For a special needs child along with the formal education, vocational training is also very important. Vocational training refers to a system of course of study which prepares individuals for involvement that are based on manual or practical activities. For a special need child vocational training helps every individual to seek earnings by acquiring specific skills. This kind of training is beneficial for those who have the ability and capability to acquire specific skills because it provides opportunities for self-sufficiency and increases self-esteem in their living condition. It also provides age-appropriate involvement in future. If they acquire this ability properly, then it will be helpful for them to earn little wages in life. Various organizations must provide opportunities to these pupils with an

approach to include them. To un-curtain their ability and to make it fruitful the support of parents, teachers and family members are equally essential. With the parental support a special need person can easily get attached to various activities through organizations where they can feel involved and important too within their limited scope.

Sometimes parents face problem in getting these children involved into jobs or any activities in real life. If they are included in community they would seek a better way to live life. Children are taught so many skills in schools, for example- various kind of handmade products such as making jam, jelly, pickles, spices, weaving, stitching, looming, other handicrafts, painting-colouring etc. It is the responsibility of the community to utilise these skills effectively. These pupils should be honestly offered their earnings which will also generate enthusiasm.

As a society member and as dealing with special children it is my wish that these vocational trainings will be given a proper platform someday, which will help greater number of special need pupil to lead their life much meaningfully at the same time, it will enhance their self-esteem and dignity. They will feel they are worth in contributing, within their limited scope. "Feeling involved is a basic need." This will offer improved rehabilitation and make their life purposeful and for their parent too.

We hope as professionals that a new day will come which will lead these children to a new horizon. It's time for everyone to think and plan for effective projects to seek involvement for such children with mental retardation, autistic and other learning difficulty. This is an issue which needs to be importantly addressed to make their lives attain dignity in real life.

## Does Every Cloud Have A Silver Lining?

SubhanuMitra - Consultant Pediatrician

The challenge of coping with the normal demands of education is paramount. That is for a normal child. The definition of normal is also going through changes. Evolution is constant. And to keep abreast is often a daunting task.

In a digitally active and fast world the place of the relatively slow paced individual is getting more and more difficult. Society tries to efface problems by showing concern; often the concerns are not sincere enough. A temporary escape route. An attempt to forget an emotional pain.

There were days not even a century ago mental inadequacies had a clinical classification as moron, imbecile and idiot (<https://www.merriam-webster.com/words-at-play/moron-idiot-imbecile-offensive-history>). These were also terms loosely used in common parlance and always in a derogatory manner. To demean somebody. Later classifications of mental retardation got a more scientific touch based on IQ assessment. And now we use a practical approach so as to decide whether a mentally retarded child is trainable, educable or even capable of attending normal school. It is believed by many that keeping a retarded child with a bunch of normals shall stimulate him to achieve better. Personally I have seen and believe that changing names and classifications don't achieve very much. Not in our country. Not yet. The absence of infrastructure to handle the special needs of mentally disabled children is a truth. A herculean task to undertake. And here again, in recent times we have camouflaged disabled with

differently abled. The fact doesn't change. The child still can't be normal. Normal like the other normal kids. It's an emotional poultice for the parents. A line of hope to keep the chin up for longer. Ethnic and racist issues have renamed Mongols as Down's syndrome. The bitter truth is they are still Trisomy 21 and with an average IQ of 50.

What is more devastating is that many of these kids with special needs also have other physical ailments. A majority has various degrees of cerebral palsy causing movement difficulty; some have seizure disorders warranting medication through life. Speech disorders are often associated and a significant number need to be in diapers beyond infancy.

A centre with an aim to provide holistic care is what is theoretically needed for children with special needs. A centre providing physical, mental, emotional support. Which in reality converts to the presence of a Pediatrician with interest and expertise in Developmental Pediatrics, a psychologist, a psychiatrist, a physiotherapist, special educators, social workers and the regular staff any school would need. The centre actually is a consortium of a school a rehabilitation centre and a clinic. It is a task of great magnitude involving major funds and that too a continuous inflow of funds to keep the unit functioning over years.

Dristi, Salt Lake, has been doing a commendable job at a tiny level where it has achieved the special education and partially the rehabilitation part of it. To be more

meaningful it needs to grow in size. This can only be done by joining hands with other allied societies and regional bodies working with such children. Political liaison becomes important too in our country. There's the caveat. Experience tells me that political personnel always lend a helping hand with an ulterior motive. So a payback time is bound to come down the line.

It is easier to hold meetings, publish and canvass in a metropolis. Much more difficult in the suburbs. And the population of children needing support of such 'under one roof institutions' is far more than are available today. Only a handful of moderately good centres are available in Kolkata. The population they cater to is overwhelming. The staff overworked and underpaid and therefore often the optimal level of care is not delivered. Sad as that is, it is the best one gets.

If we now think of what happens to a child with cerebral palsy and mental retardation who hails from Kakdeep, the answer is a big zero. Since most of my practising years as a Pediatrician I have spent treating children from 24 Parganas (S), I can state with fair degree of certainty that the emotional, financial and physical burn out comes so much more faster in these families located in the districts and villages. Goading them to attend better centres in the heart of Kolkata, egging them on to be regular, diligent, constantly pursue home physiotherapy, do clinic follow ups on schedule, in addition to the routine chores every normal family does add to their woes rather than solve their problems. A feeling of guilt worms its way into their hearts for not having succeeded in providing the best for their child in need. And from the guilt often stems anger. Suddenly the 'special child' is a 'special problem'. The physical and mental

health of the caregiver (most often the parents) is jeopardized. It is therefore society's responsibility to look after the caregiver too. And anybody would say it's asking too much.

A thoroughly organised professional body can handle the task. The multitude of corporate hospitals in this city tells us that. But they all do invest to make a profit. Endeavor of this kind is definitely not going to show them money.

We are in an area of almost certain 'failure to cure'. Our children with special needs (or here I should use the archaic term handicap which sounds strong and delivers the message home) are definitely not going anywhere big. They are being given a milieu, a support system within the existing means of the parents, society or NGO to reach the best in their limited potential. So the drive to see one's child achieve success gets truncated fast.

The movie "Tare Zameen Par" gives an optimistic overview of learning disabilities. A very partial picture though. But I do feel we need to have movies on achievements by people with constraints or impediments. As we do need books, plays and even interactive video games if possible. It helps parents and professionals to keep the spirit up, think and innovate methods of tackling problems in daily life. We need international and local peer/ parent groups. They rebuff the feeling of being together in a situation. Always easier when one knows one is not alone in distress.

And hope is the sole driving force in enduring the journey with a child with special needs. Having realistic goals, (which will never match the present day's digital targets) and developing the ability to rejoice in small achievements is a definite necessity. I have seen parents, although very few

to be honest, who continue to enjoy the one life they have and keep the smile on their child's face radiant despite all shortcomings. There is a full life's lesson to be learnt from them.


Annexure :

- <http://autismsocietyofindia.org/>
- <https://m.facebook.com/autismsociety-westbengal>
- <http://dyslexiaindia.org.in/>
- <http://rehabcouncil.nic.in/default.aspx>

Class	IQ
Profound mental retardation	Below 20
Severe mental retardation	20-34
Moderate mental retardation	35-49
Mild mental retardation	50-69
Borderline intellectual functioning	70-80

### Degrees of Mental Retardation

- Mild Mental Retardation: 3-6/1000 people
  - IQ between 50-55 & 70
- Moderate Mental Retardation: 2/1000 people
  - IQ between 35-40 & 50-55
- Severe Mental Retardation: 1.3/1000
  - IQ between 20-25 & 35-40
- Profound Mental Retardation: 0.4/1000
  - IQ below 20 or 25



### Mental Retardation Classification Schemes

The American Association on Mental Deficiency committee on classification in 1910 established the following:

- **Idiot**: arrested development at the level of a 2 year old.
- **Imbecile**: Development equal to that of a 2-7 year old
- **Moron**: Development equal to a 7-12 year old.

### Current Mental Retardation Classification Scheme

The American Association on Mental Retardation now focuses on the type and intensity of support required (DIQ less than or equal to 75 and deficits in two adaptive behavior domains).

- Intermittent**
- Limited**
- Extensive**
- Pervasive**



## The Awakening

Debalina De Mukherjee

Having children is a blissful experience for parents. It is a blessing of God endowed upon us. Parents yearn to enjoy their sweet smiles, tender touch, flicker of innocent eyes and their meaningless calls. As time passes, the caterpillars get transformed to colourful butterflies building up a hidden pressure both on the parents and the children. Social, educational health and career norms force parents to apply an undue pressure on their children. They start hammering the soft, tender souls to fulfill personal and social needs. Gradually the blissful relationship on unconditional love gets into the grooves of compulsion, dissatisfaction, accusation which leads to a total state of blasphemy.

I have often noticed that parents tend to forget about their own childhood and the emotions they had gone through. Instead, they behave like perfectionists, and busy themselves with finding and rectifying the classes of their wards. This results in a tug of war. 'Useless', 'hopeless', 'shameless' etc, are common words used which surrounds negativity to both parents and their children. This unpleasant scenario leads to the identity crisis amongst the children and adolescents. Identity crisis is a period of uncertainty and confusion in which a child's identity becomes insecure typically due to change in their expected aims or role in society. Being a parent myself, I have been no exception to the general trend of this suffocating situation. But I am thankful to God, who led my way to 'Drishti' in the year 2009, which changed my outlook.

I got the message that "Love is a language that every heart can understand" and perceived how colourful life could be if the children are not treated like caged parrots!

The eyes seeking for love, dependency, affection, appraisal were very difficult to be ignored. Their extended hands of friendship brought metamorphosis in my thoughts. What are we running after? What is our limit of success? What is our limit of satisfaction? Someone in my heart, in Tagore's words said - "Aloker ei jhorna dharay dhuiye daao."

I was given the lesson of life through these children at Drishti.

I was enlightened in my profession of teaching. I deeply believe, in my heart, that as long as I'm with these 'children of lesser God' I would enrich myself with heartfelt experiences and spread them in our society.

"The journey of a thousand miles begins with one step."

## Dealing with the mind: Concerning the concerned

Saibal Mukhopadhyay

*“Throw away all weakness. Tell your body that it is strong, tell your mind that it is strong and have unbounded faith and hope in yourself.” -Swami Vivekananda*

Mind is the most critical part of being human. It is very difficult to deal with it. It becomes more difficult, especially when a child requires certain special care. Children with special health care needs are defined by the Maternal and Child Health Bureau as: “Those who have one or more chronic physical, developmental, behavioural, or emotional conditions and who require health and related services of a type or amount beyond that required by children generally.” The different types of special needs include Autism, ADHD, Cerebral palsy, Down syndrome, Emotional disturbance, Epilepsy, Reading / learning disabilities, and Intellectual disabilities. Special health care needs include any physical, developmental, mental, sensory, behavioural, cognitive or emotional impairment or limiting condition that requires medical management, health care intervention, and/or use of specialised services or programs.

Parenting is a challenging task under any circumstances. However, when a child is born or diagnosed with special needs, parents or their primary

care-givers face with even more unexpected challenges. Parents of special needs children have to deal with a number of challenges and one of them involves managing the physical demands of the child’s emotional needs as well as their own. These children’s require emotional strength and flexibility. The child has special needs in addition to the regular needs of all children and parents find themselves with various medical, care-giving and educational responsibilities. Whether the special needs of the child are minimal but complex, the parents are inevitably affected. Support from family, friends, the community or paid care-givers is critical for maintaining balance in the home.

Parents also need to understand and manage the child’s emotional needs as well as their own. Although their experiences may differ, many parents have similar emotional dynamics. Therefore, parents have to be aware of the various emotions involved, learn how to address them and realise that their experiences and feelings are normal.

Emotional Issues: Parents commonly



experience a gamut of emotions over the years. They often struggle with guilt. One or both parents may feel as though they somehow caused the child to be disabled, whether from genetics, alcohol use, stress or other logical or illogical reasons. This guilt can harm the parent's emotional health if it is not properly dealt with. Some parents struggle with "why" and experience a spiritual crisis or blame the other partner. Most parents have aspirations for their child from the time of her birth and can experience severe disappointment. These parents must deal with the "death" of the perfect child who existed in their minds and learn to love and accept the child they have. Occasionally, parent feels embarrassed or ashamed that their child is mentally disable.

**Physical Exhaustion and Stress:**Physical exhaustion can take a toll on the parents of a mentally challenged child. The degree of this is usually relative to the amount of care needed. Feeding, bathing, moving, clothing an infant is much easier physically than doing the same tasks for someone who weighs heavy. The child may have more physician and other health-care appointments than a typical child and may need close medical monitoring. He may also need to be watched to avoid inadvertent self-harm such as falling down stairs or walking into the streets. These additional responsibilities can take a physical toll on a parent, leading to exhaustion. The American Academy of Family Physicians relates that these issues can cause significant caregiver stress.

**School-Related Issues:** The parent of a child with developmental disabilities may have to deal with complex issues related to education. Either a private education must be sought, or an adequate public education must be available. Parents often have to advocate for their child to receive a quality educational experience that will enrich them. This often requires close parental contact with the school system. The parent must monitor the child's interactions with others to ensure that the child is not being bullied.

**Financial Concerns:** Raising a child with a mental challenge may be more expensive than raising a typical child. These expenses can arise from medical equipment and supplies, medical care, caregiving expenses, private education, tutoring, adaptive learning equipment or specialised transportation. The care of the child may last a lifetime. Parents may have to set aside money in a trust fund for the child's care when they pass away.

Now the question arises how the parents cope in such a situation. Folkman (2010) mentioned that the relationship between hope and coping is dynamic and reciprocal. Each in turn supports and is supported by the other, particularly in managing uncertainty and coping with a changing reality. One way for a person to have hope during challenging times is to have goals. With goals, parents would be able to focus on their child's achievements, however tiny these successes are, such as being able to drink two sips of milk instead of one.

Over time, as the child and his/her parents absorb more information and their implications, they would in turn begin to formulate more realistic expectations and shift their implications, they would in turn begin to formulate more realistic expectations and shift their focus from hoping for unrealistic outcomes, such as a cure, to hoping for more plausible outcomes, such as hope in living longer than expected, being well cared for and supported, having good pain and symptom control and hope of getting to certain milestones.

Adler (Ansbacher&Ansbacher,1964) introduced the term 'organ inferiority' to explain his view of looking at disabilities. It refers to one's internal frame of reference that determines the significance of events and life forces. Adler further concluded that the responsibility of failure cannot be placed completely on hereditary or physical conditions. He believes that it is the method of educating the child that must shoulder the burden of failure not a child's physical disability. In other words, the better the training received by the child, the greater the hope for the child's ability to contribute and belong to society. Hence, parents must refrain from overindulging or overprotecting the child, as such behaviour can take away the very experiences that will help the child adapt to life successfully.

Besides that, various literatures have suggested a myriad of ways for parents to cope. One of them is to find a support system by meeting and interacting with other families of children with special

needs. Learning from one another can be very empowering for the parents as they go through similar journeys in caregiving. They need to surround themselves with nurturing people that are accepting of the child and parenting choices. It is also helpful to equip themselves with the relevant knowledge and skills in taking care of their children, via books, the internet or engaging in active discussions. Utilising religious or spiritual resources or beliefs could also be helpful.

In conclusive part it can be said that other than providing unconditional love, parents should learn to accept the child for who he/she is, identify what the child has instead of what he/she lacks, as well as to acknowledge the child as an individual who may have different life goals. It is also important to focus on the present instead of the future, as the saying goes "it is the journey that counts, not the destination".

Parents need to understand what their life is about and that they will be facing a range of different challenges related to their children. It is also important for parents to accept the need to take care of themselves.

In nutshell, the following points are essential to balance the mental control of the parents of special children:

- Allow yourself to accept that things will be difficult on a regular basis.
- Don't get caught up with the "super-mum" parenting style that so many people with neuro-typical children adopt on social media, because it's all hyperbole; I can all but guarantee that their posts

are designed to make themselves look better, as we live in an age where many believe that if you're not perfect, then you're not good enough.

- Make a note of the good moments, not just the bad. The more you focus on the highs in your life, the less important the lows will appear to be.
- Don't be afraid to ask for help. Sometimes you just need an hour to yourself to catch up on a bit of sleep or enjoy a hobby. There will be people around you that will be happy to watch your child for a short time, so ask them.
- Stick up for your child and their rights without being confrontational. It is known that how tempting it is to scream a few choice words at the old lady who has just told you that this kind of problem wasn't a thing in her day. It really isn't worth it. She won't learn, but you can be the better person by kindly educating her ignorance.
- If you feel lonely (aloof from the soci-

ety) or you feel depressed to handle the situation, take help from good counselor to show you the better way to handle the situation.

#### **References:**

- Folkman, S. (2010) Stress, Coping and Hope, Psycho-Oncology, 19:901A 908, Wiley Online Library, Canada.
- Report published by National Institute of Mental Health on January 2017.
- Snell, S.A. and Rosen, K.H. (1997) Parents of Special Needs Children Mastering the Job of Parenting, Contemporary Family therapy, 19(3), 425-442, Kluwer Academic Publishing, USA.
- Yura, M.T.(n.d.) Raising the Child with Special Needs, Individual Psychology: The Journal of Adlerian Theory, Research & Practice, University of Texas Press, USA.
- The Complete Works of Swami Vivekananda (Vol. 8)
- Swami Vivekananda and Winning Formulas to Become Successful manager By : ARK Sharma
- Winning Friendship Swami Vivekananda's Ways By : ARK Sharma

**With best compliments from :**

**Prism Light Signages LLP**

## **FUTURE HOPE!**

Shubhra Haldar

I was teaching in regular schools, little did I know how different it would be to teach children with learning disability. In spite of teaching over long period I realized the challenge of interacting with the differently able children and how critical it is for teachers to teach meaningfully to a special child. The process of regular teaching completely differs from that of teaching special children. Apart from teaching skills the teacher must have the right mind set and have the desire to help these students with immense patience and deep understanding. It's very important to love this profession else it would be difficult to pursue with this kind of teaching for any teacher.

Today there is a growing awareness worldwide for inclusive education where all children irrespective of abilities, specific learning difficulty should be taught together. Reasons have been forwarded for this approach as well. In my opinion here there is an urgent need for regular teachers having to reskill themselves or undergo workshops and specific training to handle the children of all abilities together in a same classroom situation.

But does every school have the effective trained professionals and plans to have an environment which will promote inclusive education? Do the schools have the required skilled teachers, learning materials and infrastructures? These questions arise in my mind. In special education individual plans for children are important to suit their needs and requirement. Some are visual learners some are auditory learners as well. Each child has difficulties at different levels of cognitive development, communication, concentration and other skills.

A special educator's role has great importance in a classroom where special children are present. It is extremely important that all related professionals working in the field of special education come together to plan a roadmap for this social need.

After all by educating and training the differently abled children and pupil we can only benefit the society and country as they are none apart from us. Unless they are involved in contribution in the community all training remains meaningless in their real life. Utilization of learned skills will not only provide involvement but improve their self-advocacy.

## সহকারী প্রযুক্তি (Assistive Technology)

বন্দন কুমার সি

উনবিংশ শতাব্দীতে বা তারও পূর্বে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন, ক্রমশ এই শিক্ষা ব্যবস্থা সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করতে না পারলেও কিছু ক্ষেত্রে করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক কারণে এই শিক্ষা ব্যবস্থা সুনির্দিষ্ট বা সুপরিষ্কৃত ভাবে আলকপাত করতে পারেনি। বিশেষ করে মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয়নি। যা এই ধরনের শিশুদের পিতামাতাদের কাছে মানসিক হতাশার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধুমাত্র পিতামাতা মানসিক হতাশার ভুক্তভোগী তা নয়, পারিপার্শ্বিক ভাবে বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকারাও এর অন্তর্গত। তাঁরা এই শিশুদের শিক্ষাদানের প্রচলিত কয়েকটি রীতিনীতির গণ্ডি পেরিয়ে আলাদা কোন নতুন রীতিনীতির প্রচলন ঘটাতে পারছেন না। কেন্দ্র, রাজ্য শিক্ষা-বিভাগ ও ভারতীয় পুনরবাসন কেন্দ্র (Rehabilitation Council of India) দ্বারা বিভিন্ন কর্মসূচী গৃহীত হলেও সেগুলির বাস্তবিক প্রয়োগ তেমন একটা দেখা যায়নি। বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা গেছে যে মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার হার তেমন একটা উন্নতি সূচক পর্যায়ে পৌঁছায়নি। বিশেষ করে NSSO (National Sample Survey Organization) এর সমীক্ষা পত্র দেখলে তা ভালভাবে বুঝতে পারা যায়।

চতুর্দিকে ক্রমশ মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, বিশেষ বিদ্যালয়, সমন্বিত বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়েছে ঠিকই কিন্তু শিক্ষা ব্যবস্থা বা পরিকাঠামোর তেমন কিছু রদবদল হয়নি, এমনকি সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম ও বিশেষ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম একই। যদি মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের প্রাপ্ত নম্বর ভিত্তিতে মাপকাঠির সূচক দিয়ে এদের বুদ্ধ্যাক্ষ পরিমাপ করা হয় তাহলে এই ধরনের শিশুরা আরো পিছিয়ে পড়বে। আমরা যদি এইসব শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চিন্তাভাবনা করতাম তাহলে ভারতবর্ষের বৃহৎ মাইকেল ফেল্ডস (ADH-

D), ক্রিস্টোফার নাইট (ADHD), জাস্টিন টিম্বারলেক (ADD & OCD), এদের মতো কিছু বিখ্যাত মানুষের নিদর্শন পেতাম। প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার (Traditional Education System) সাথে সহকারী প্রযুক্তির (Assistive Technology) শিক্ষাব্যবস্থার মিশ্রণ ঘটিয়ে যদি এক নতুন শিক্ষাব্যবস্থার রূপরেখার চিত্র অঙ্কন করা যেত তাহলে এই শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থা এক নতুন রূপ পেত। সহকারী প্রযুক্তি হল এমন একটি মাধ্যম, যার মাধ্যমে মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের বা শিক্ষার্থীদের শিক্ষাক্ষেত্রে বা কর্মক্ষেত্রে তাদের অক্ষমতাকে বা প্রতিবন্ধকতাকে কিছুটা সক্ষমতার রূপপ্রদানে সাহায্য করে তাদের জীবনযাত্রাকে সুগম করে তোলে। সেই অর্থে আমরা বলতে পারি না যে সহকারী প্রযুক্তি এর মাধ্যমে মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের মানসিক সমস্যা গুলিকে দূরীভূত করা যায়। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের বা শিক্ষার্থীদের অভ্যন্তরীণ অক্ষমতাগুলিকে সক্ষমতার রূপে প্রকাশ করতে সাহায্য করা যায়।

ধরা যাক- একজন দৃষ্টি অক্ষমতা সম্পন্ন (Visually Impairment) শিশু বা শিক্ষার্থী ব্রেইলের (Braille) মাধ্যমে তার শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। তেমনি ভাবে শ্রবণ অক্ষমতা সম্পন্ন (Hearing Impairment) শিশু বা শিক্ষার্থী Sign language to conversation software এর মাধ্যমে দূরবর্তী কোন মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারে। Sign language to conversation software ও Braille এই প্রযুক্তি গুলি হল সহকারী প্রযুক্তির (Assistive Technology) উদাহরণ। এই প্রযুক্তিগুলি ব্যবহারের মাধ্যমে দৃষ্টি ও শ্রবণ অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা তাদের অক্ষমতাকে দূরে সরিয়ে স্বাভাবিকভাবে সবার সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে। মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের বা শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ অনেকখানি কম বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে।

সহকারী প্রযুক্তি কে আমরা সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করি - হাই টেক অপশ্যান্স (High Tech Option) ও লো টেক অপশ্যান্স (Low Tech Option)। মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে হাই টেক অপশ্যান্সের প্রয়োজ্যতা বেশি দেখা যায়। হাই টেক অপশ্যান্স প্রযুক্তিগুলি বা মাধ্যমগুলি কিভাবে ব্যবহৃত হয় তা নিম্নে সংক্ষিপ্তকারে বর্ণনা করলাম।

ওয়ার্ড প্রসেসিং সফটওয়্যার:- সাধারণত ডিসগ্রাফিয়া (Dysgraphia) শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে এই সফটওয়্যারটি বেশি ব্যবহৃত হয়। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মৌখিক ভাষাগুলিকে লেখায় পরিণত হয়, বানানগত ভুল গুলিকে ঠিক করা যায় ও বাক্যগঠন করা যায়। এই মাধ্যমের দ্বারা শিক্ষার্থী যেমন সহজ উপায়ে শিক্ষাগ্রহণ করতে পারে তেমনি শিক্ষকও সহজ উপায়ে শিক্ষাদান করতে পারেন। এইভাবে ডিসলেক্সিয়া (Dyslexia), এডি এইচ ডি (ADHD), ডিসক্যালকুলিয়া (Dyscalculia), ও বিভিন্ন মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে - Text to Speech, Voice to Text, Voice to print, Multi-sensory Intervention, audiobooks, ও Proof Reading এই মাধ্যমগুলিকে ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষার্থীদের সহজ উপায়ে শিক্ষাদান করা যায়। যে সব শিক্ষার্থীরা ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome) আক্রান্ত তাদের ক্ষেত্রে স্মার্ট বোর্ড (Smart

Board) ও স্মার্ট পেনের (Smart pen) মাধ্যমে তাদের যথোপযুক্ত শিক্ষাদান করা যায়। এমনকি পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে অ্যাটিসটিক (Autistic) শিক্ষার্থীদের জন্য Autiplan, Go talk pocket, Bluebee pals, Speech ti text programs এই সহকারী প্রযুক্তি গুলি ব্যবহার করা যায়।

সহকারী প্রযুক্তি ব্যবহারের পূর্বে বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকাদের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে হয় - মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সম্পর্কে সন্মতভাবে জ্ঞান থাকতে হবে, খেরাপি ও টেকনিকের ব্যবহারের প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, নির্দেশক বা বিশেষ শিক্ষক/শিক্ষিকাকে সহকারী প্রযুক্তির ব্যবহার, উদ্দেশ্য এবং উপকরণগুলি কিভাবে চালনা করলে শিক্ষার্থীরা সঠিক তথ্য গ্রহণ করতে পারবে সেইসব বিষয়ে অবগত থাকতে হবে।

সর্বাস্তকরণে বলা যায়, মানসিক অক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে সহকারী প্রযুক্তির মিশ্রণ ঘটিয়ে যদি এক নতুন পদ্ধতির প্রচলন করা যায়, তাহলে নির্দিষ্ট রীতি-নীতির গণ্ডি পেরিয়ে তারাও এক নতুন জীবনের আশার আলো দেখতে পাবে।

With best compliments from:-

**KOHINOOR ENTERPRISES**

Office: 26/1 POLLOCK STREET, KOLKATA-700001. WB  
 direct mobile +919831298127  
 direct mail--amit\_kedia@ymail.com  
 Ph-(033) 40042016/39850186/0086,  
 website <http://kohinoorenterprises.net>  
 direct mail -amit\_kedia@ymail.com  
 office email- [info@kohinoorenterprises.net](mailto:info@kohinoorenterprises.net)

**WE ARE PRIME DEALERS/DISTRIBUTORS IN**

**L&T SWITCHGEAR** **RECOM** **WAGO** **SS4**

KOHINOOR ENTERPRISES

**We are also dealings in cables & wires of different types, jointings kits ,earthing materials,lumanaries ect**

A HOUSE OF COMPLETE SOLUTIONS EVERYTHING IN ELECTRICAL AND PANNEL ACCESSORIES  
 Prime distributor in L&T switchgears in Eastern India



## সুবুদ্ধির বুদ্ধি

গল্পদাদু

সেকালে বিদ্যাপর্বতের দক্ষিণে মনিমণ্ডল নামে একটা রাজ্য ছিল। কৃষিকাজের চলন ছিল না সেখানে। দেশটাতে ছিল শয়ে শয়ে খনি, কোনটা সোনার, কোনটা হীরের, কোনটা পান্না-চুম্বি বা অন্য কোন মূল্যবান পাথরের। ছড়ানো-ছিটানো কয়েক-শো কারখানা ছিল রাজ্যে। সেখানে কাজ করতো লাখো লাখো ওস্তাদ কারিগর। খনি থেকে তুলে আনা পাথরগুলোকে কাটাই-ছাঁটাই করতো তারা, রূপ দিতো নানান সব মণিমাণিক্যের। দেশ বিদেশ থেকে আনাগোনা করতো হাজার হাজার সওদাগর। সওদা করে নিয়ে যেত রকমারি সব হীরে জহরত।

বিদেশী বণিকদের কিন্তু সব থেকে পছন্দের ছিল মনিমণ্ডলের মুক্তো। এত ভাল মুক্তো আর কোথাও পাওয়া যেত না। রাজার ছিল পাঁচ-সাতশো জলাশয়। সেখানে নানান ধরনের বিনুকের চাষ হতো সারা বছর। সেইসব বিনুকের পেট থেকে বেরোতো দামী দামী সব মুক্তো। বিদেশী বণিকেরা সেইসব কিনে নিয়ে যেতো চড়া দামে। দিন দিন তাই মণিমণ্ডল ঐশ্বর্য বেড়েই চলছিল। রাজ্যে সব জিনিসের ছিল প্রাচুর্য। প্রজাদের পনেরো আনাই ছিল শ্রমিক, আর সবাই সঙ্গতিপন্ন। সন্ধ্যাবেলা সাজ সাজ ক'রে নগরের সুসজ্জিত উদ্যান গুলোতে জটলা পাকাতো তারা, কেউবা আড্ডা দিতো প্রমোদ-ভবনে। নগরের নাট্যশালা, পানশালা, বা প্রমোদ ভবনের অভাব ছিল না। অভাব ছিল শুধু দেব-দেবীর উপাসনা-মন্দিরের।

আসলে মনিমণ্ডলে পূজা-অর্চনার রেওয়াজ ছিল না আদৌ। যে ক'ঘর পূজারী ব্রাহ্মণ ছিল নগরের মধ্যে তারাই সব থেকে দরিদ্র। শ্রমিকের কর্মকে তারা হীন কার্য বলে মনে করতো কুলধর্ম ছেড়ে কারিগরের কাজ শেখার আগ্রহ ছিল না কারও। অপরপক্ষে পুরোহিতের কাজে উপার্জন ছিল নগণ্য।

মনিমণ্ডলের রাজার নাম ছিল ত্রিবিক্রম। রূপ-গুণ, বিদ্যা-বুদ্ধি, শৌর্য-বীর্য কোনটারই অভাব ছিল না তাঁর।

কিন্তু হলে হবে কি? এমন রাজারও খুঁত ছিল একটা। এমনিতে মুখখানি তাঁর নিখুঁত। টিকানো নাক, টানাটানা চোখ, টুকটুকে ঠোঁট। আলাদা আলাদা ক'রে দেখলে মুখখানি তুলনা মেলা ভার। কিন্তু মুখে তাঁর হাসি দেখেনি কেউ। যতই সুন্দর হোক, গোমড়া দেখতে ভাল লাগে না কারো। এই নিয়ে রাণী হিরন্যপ্রভার দারুণ অশান্তি। প্রজাদের মনেও সুখ ছিল না।

রাণী একদিন রাষ্ট্র ক'রে দিলেন,- মহারাজাকে যে হাসাতে পারবে তাঁকে তিনি নিজের মহামূল্য কণ্ঠহার উপহার দেবেন। ঘোষকরা গ্রামে-গঞ্জে চেড়া পিটিয়ে প্রচার ক'রে দিলে রানীর প্রতিজ্ঞার কথা। কারো কিন্তু সাহস হলো না অমন গোমড়া মুখো রাজারজার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাস্য-পরিহাসের কথা বলার।

নগরের উপকণ্ঠে সুবুদ্ধি নামে এক পূজারী ব্রাহ্মণ থাকতো। দারুণ গরিব সে। তার ছিল একটি বিবাহযোগ্য কন্যা। ভাবনা-চিন্তায় ঘুম হতো না তার।

হঠাৎ একদিন সুবুদ্ধির পেটে শূল-বেদনা শুরু হলো। সে কি যন্ত্রণা, যায়-যায় অবস্থা। কাটা ছাগলের মত ছটফটকরতে লাগলো। তিনদিন ধ'রে নানান টোটকা চললো সমানে। ব্যথার উপশম হলো না তাতে। শেষে আর সহ্য করতে না পেরে মরিয়া হয়ে হাজির হলো গিয়ে রাজ-বৈদ্যের কাছে। তিনি ছিলেন দয়ালু। সুবুদ্ধিকে উল্টে-পাল্টে দেখলেন অনেকক্ষণ। বললেন- 'পেটে তোমার পাথর হয়েছে। অস্ত্রোপাচার করতে করতে হবে'।

'কী বললেন দেব! পাথর হয়েছে? ঠিকঠাক শুনছি তো?' আনন্দের আতিশায়ে টেঁচিয়ে উঠলো সুবুদ্ধি- 'আর একবার আপনার মুখে শুনি প্রভু! পেটে আমার পাথর হয়েছে তো? জবাব-হ্যাঁ, পাথরই হয়েছে'।-রাজবৈদ্য অবাক। এমন মানুষ দেখেননি কোনোকালে। বললেন 'পেটে পাথর হওয়াটা সুসংবাদ নয়। এত ফুর্তি কিসের?

সুসংবাদ নয়? বলছেন কি আপনি? মহা-সুসংবাদ; বলতে

বলতে তিন লাফে রাজবৈদ্যের প্রাঙ্গন পার হয়ে পড়লো গিয়ে রাজপথে। অবাক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন রাজবৈদ্য। মনে মনে বললেন ‘পাগল’!

ওদিক রাজা ত্রিবিক্রম তখন গোমড়া মুখ নিয়ে বসছিলেন সিংহাসনে। রাজসভার দু-দিকে সভাসদবর্গ, গাভীর্যপূর্ণ আলোচনা চলছিল। রাজকার্যে ব্যস্ত সবাই। এমন সময় ঢুকলো সুবুদ্ধি, ছুটতে ছুটতে। পেছনে উদ্যত-খড়গ প্রহরীর দল। ধড়াস্ ক’রে পড়লো গিয়ে সে মহারাজার পাদুকার ওপরে। হাত তুলে প্রহরীদের নিবৃত্ত করলেন রাজা। শুধালেন সুবুদ্ধিকে,- ‘কী চাও তুমি?’

অনেকটা পথ দৌড়ে এসে হাঁপাচ্ছিল সুবুদ্ধি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিতে পারলো না। হাত জোড় ক’রে মিনতি-ভরা চোখে চেয়ে রইল রাজার পানে। তারপর খানিকটা সামলে নিয়ে সে,- ‘দয়া ক’রে আমাকে কিনে নিন মহারাজ। আপনি ধর্মান্বিত; তাই উচিত মূল্যই আশা করছি আপনার কা..কিনে নিয়ে মারুন, কাটুন, ছিঁড়ুন। পেটের ভেতর আমার যা কিছু আছে সব তখন আপনার সম্পত্তি মহারাজ। অধীনের শুধু এইটুকু প্রার্থনা যে প্রাপ্য অর্থটা যেন আগাম পাই; অরক্ষণীয় কন্যাটির বিয়ে হয়ে যাবে তাতে’। বলে আবার হাঁপাতে লাগল সুবুদ্ধি।

রাজা তো অবাক! বলে কি লোকটা? পাগল নাকি? শুধালেন,- ‘তোমার পেটে মূল্যবান বস্তু আছে বুঝি? কী জিনিস শুনি আর উচিত-মূল্যই বা কত?’

‘পাথর প্রভু! পাথর!’-বলল সুবুদ্ধি, ‘পেটে পাথর আছে। এইমাত্র মহামান্য রাজবৈদ্যের কাছে শুনে এলাম আমি, আমাকে পরীক্ষা ক’রেই বলেছেন তিনি। ...আর উচিত মূল্য? সে আর আমি কি বলব মহারাজ। আপ্নি-ই ঠিক করে দেবেন। সামান্য পূজারী ব্রাহ্মণ আমি, মণি-মুক্তোর দর

জানবো কি করে?...তবে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে যা বলে তা শুনতে চান তো বলি’। সুবুদ্ধির কথাবার্তায় দারুণ কৌতূহল হল রাজার। বললেন ‘বল শুনি’।

‘হিসেবতা তো সোজা মহারাজ,- সাহস পেয়ে বলল সুবুদ্ধি,- ‘বিনুকের পেটে যে পাথর হয় তার দাম শুনেছি অনেক। আর আমি তো মানুষ। মানুষের পেটের পাথর নিশ্চয় আরো দামী’।

রাজা একথা শুনে আর গোমড়া থাকতে পারলেন না। হো হো ক’রে হেসে উঠলেন। রাজার অট্টহাসিতে রাজসভা গম্ গম্ করে উঠলো। সভাসদরাও যোগ দিলেন সে হাসিতে। দেখে-শুনে সুবুদ্ধি গেলো হকচকিয়ে। এত হাসি কেন! মূল্যটা কি সে বেশী চেয়ে ফেলেছে? হাত-জোড় ক’রে বিনীত-কণ্ঠে বলল সে,- ‘বিনুকের পেটে যে পাথর হয় তার যা মূল্য সেটুকু পেলেই মেয়েটির আমার বিয়ে হয়ে যাবে। তার বেশী চাইনা মহারাজ’।

‘জয় হোক মহারাজের’- মহারানীর কণ্ঠ শোনা গেল। রাজসভায় পুরনারীদের বসার জন্যে জাফ্রি-ঘেরা যে অলিন্দ ছিল সেখান থেকে রাণী বললেন,- ‘ব্রাহ্মণ প্রবর সুবুদ্ধিকে আমি আমার কণ্ঠহার দিলাম’।

এ ঘটনার পর সুবুদ্ধির কপাল গেল ফিরে। মহারাণীর দেওয়া রত্নহারের দৌলতে কন্যাদায় থেকে উদ্ধার হল সে। মহারাজের আনুকূল্যে রোগমুক্ত হলো রাজবৈদ্যের চিকিৎসায়। রাজসরকারে চাকরীও হলো একটা। রাজার মুখে হাসি দেখে অশান্তি ঘুচলো রাণীর। সুখী হলো প্রজারাও।

কিন্তু বাকী পূজারী ব্রাহ্মণরা? তাদের কপাল কি করেছিল? জানি না। তবে ধরে নিতে পারো সুবুদ্ধি নিশ্চয়বুদ্ধি খাটিয়ে কিছু একটা করেছিল।



**প্রতিবন্ধী**

ফারুখ হায়দার

আমরা সত্য সৎচরিত্র ধনহীন ধনবান  
 পাঠিয়েছো মোদের এত অনআদরে  
 কেন তুমি ভগবান?  
 দূরে ঠেলে রাখে, মজা নিতে থাকে  
 ফিসফিসয়ে ক্ষেপা বলে ডাকে,  
 সমাজ মোদের বোঝা ভেবে দেখে।  
 একদিন যখন দেখা হবে তখন  
 জিজ্ঞাসিব হে প্রভু,  
 কি ভেবেছিলে যখন দিয়েছিলে জীবনক্ষণ?  
 আমরা সত্য সৎচরিত্র ধনহীন ধনবান  
 নাই লোভ বা কোনো ক্ষেভ,  
 নাই লজ্জা সহিতে অপমান,  
 নাই কোনো পুঁজি, বা কিছু খুঁজি  
 স্বর্গের জীবন পৃথিবীতে যুঝি-  
 নাই সংকোচ বা হিংসা, আছে শুধু জিজ্ঞাসা,  
 কবে প্রভু মানুষ পাবো প্রতিষ্ঠান  
 এই জীবন তো তোমারই দান।

**কথা ছিল**

-দ্বীপ

কথা ছিল হাতে হাতে রেখে  
 হেঁটে যাবো বন্ধুর পথে  
 কথা ছিল গোখুলির রঙে  
 মিশে যাবো একসাথে।  
 কথা শুধু জমে জমে  
 হয়েছিল কথামালা  
 আজ ও পড়ে আছে সেই মেদুরতা  
 নিয়ে একরাশ অবহেলা।  
 কথা ছিল.....  
 করেনি হাছতাশ মানেনি মন  
 দ্যাখেনি গোখুলির রঙ ফিকে  
 প্রাণ উবে গেছে এই দেহ থেকে

দেয়নি সুযোগ আগামীকে  
 বিদায় প্রেয়সী এ মায়াবী নেশায়  
 তুমি হও আরো জমকালো  
 আজ বিদায় প্রেয়সী গন্ধে রূপে রসে  
 তুমি থেকে ভালো।

**ভগ্নাবশেষ**

-অমিত দাশগুপ্ত

এ মন এক খোলা খাতা  
 ওলটায় শুধুই পাতা  
 পাল্টায় সাধের জীবন  
 চেতনার অন্য ভুবন।

জীবনের এই কুয়াশায়  
 এই ঘোর অমানিশায়  
 নিখর একভাঙ্গাবশেষ  
 নষ্ট গাঙের এই শেষ।

কথার পাতা শূন্য ফাঁদে  
 এ মন ডুকরে কাঁদে  
 কানাগলি হাতড়ে তখন  
 বানে ভাসে নষ্ট জীবন।

এ বুকের চোরা শ্রোতে  
 প্রতিদিন প্রতিরাতে  
 বেধেঁ বুক নতুন আশায়  
 সূর্যের প্রতীক্ষাতে।

## নগণ্য

-ভিষক

হাসপাতালে পৌঁছে সেদিন যখন সবে আমি  
গাড়ির থেকে নামি,  
দেখছি সে এক বছর দশের ছেলে  
একটা কালো রুগ্ন নেড়ী কুকুরছানা কোলে  
বলছে আমায়, 'বড় ডাক্তারবাবু!  
বাবলু আমার কাল থেকে খুব কাবু।  
কামড়ে ওকে ঘা করেছে দত্ত-বাড়ির ভুলো।  
তাই বেঁধেছি ডেটল-ভেজা তুলো।  
দেখুন না ওর কানের পাশে ইঞ্চিখানেক ক্ষত।  
চার-পা আবার খিঁচছে, কেমন কাঁদছে অবিরত।  
শেষকালে কি ওর টিটেনাস হলো?  
এইতো সেদিন এই রোগেতেই মলো  
ছুতোর-কাকার মিষ্টি মেয়ে পাঁচ বছরের রাণী।  
তারও কানে ঘা ছিল যে জানি।  
কী হবে গো বড় ডাক্তারবাবু,  
কেমন করে বাঁচবে আমার হাবু?  
এই বলে সে কুকুরটাকে আদ্র-সোহাগ-ভরে  
বক্ষে চেপে ধরে  
রইলো চেয়ে আমার পানে, চক্ষু ছলোছলো।  
এ তো দেখি আচ্ছা ফ্যাসাদ হলো!  
একটুখানি কেশে  
বলনু তাকে, 'দূর বোকা তুই সাত-সকালে এসে  
বললি কিনা দেখতে হবে কুকুরছানাটাকে!  
বলিস কি তুই কাকে?  
আমরা দেখি মানুষ রোগী, কুকুর-টুকুর দেখার  
বিদ্যে তো নেই শেখা।  
এই কথাটি যেই শুনেছে কানে  
দু-চোখ তুলে আজব চাইল আমার পানে।  
আমার কথায় কোথায় যেন ভরসা পেয়ে মনে  
কাতর হাসি হেসে ঠোঁটের কোণে  
বললো সে, 'এই হাবলু যখন মাঠে আমার সাথে  
কিংবা বারান্দাতে  
কায়দা করে দু-ঠ্যাঙ তুলে মজার খেলা খেলে,  
সবাই বলে কুকুর-ছা নয়, ঠিক মানুষের ছেলে।  
বড় ডাক্তারবাবু!

একটু দয়া করুন তাকে, আজ সে ভীষণ কাবু।  
সেদিন থেকে জখন-তখন কেবল মনে জাগে,  
কে বোঝাবে অবোধ ছেলেটাকে-  
হাবলু তাহার হোকনা যতই প্রিয়  
কুকুর সে যে কুকুর শুধু; তার বেশি আর কী ও?

## টেকোদার ছড়া

-কাঞ্চনবরণ অধিকারী

টাকে যদি টোল খায়  
টেকোদাদা ভয় পায়;  
তবু আশা মনে মনে ভেবে -

শাস্তরে আছে লেখা  
টাক হলে হয় টাকা।  
ভাবনটা বৃথা কেন তবে?

কিন্তু হলে টেলো টাক  
টাকা-কড়ি সব ফাঁক।  
হাঁক পাক করে কিবা হবে।

এই সব ভেবে তাই,  
টেকোদার ঘুম নাই।  
দিন-রাত মরে ভেবে ভেবে।

টাকে টোল খেলো কী?  
কেউ দেখে দেবে কী?  
না-দিলে যে মাথা যাবে খেপে।

অটিসম্

-শুভানু

একটা চৌমাথায় দাঁড়িয়ে আছি কিশলয়  
ঠিক ভুল তিনটে ট্রাফিক আলো নির্ধারণ করে  
রেনম্যান মনে পড়ে তোর  
অটিস্ট সাভান্ট  
ডাস্টিন হফম্যান  
নির্বোধ অসাধারণ  
কেউ তার ভাষা বোঝার চেষ্টা করে না  
সবাই  
সবাই  
এবং সর্বসাধারণ  
তাকে মানুষের ভাষা শেখাতে ব্যস্ত  
সে বিপর্যস্ত  
বিপন্ন  
পণ্য  
দ্রষ্টব্য হতে চায় না মানুষ  
দৃষ্টান্ত হতে চায়  
তফাৎটা মানুষ কিন্তু  
বুঝল না কোন দিন  
তাই আজও কোন্দল  
আজও রক্ত  
আজও  
অবমানন থেকে মানুষ কী শিখেছে  
কিছু কি শিখেছে  
ভিন্ন চিন্তাধারা থেকে  
শিক্ষিতর থেকে কি শিখেছে বন্যতা?  
নিদারণ জৈবিক বেঁচে থাকা?  
সুযোগ তো তবু একটা  
করে দিতে হবে বল  
অগণিত ভিন্ন মগজ-অবলম্বীদের?  
একটা বিপ্লব  
তিয়ানেনমেন স্কোয়ার সম  
দেয়াল লিখন একটা  
একটা বলিষ্ঠ রেখা  
সারা পৃথ্বী একাকার করে

আমরাও আছি  
থাকব  
থাকব, গর্জাব, করব চুরমার  
নিজস্ব দর্পে  
শেষ দৃষ্টি পর্যন্ত  
দৃষ্টান্ত টুকু মোড়া থাক  
অনন্তের ভাঙারে

## আমার অ্যাডভেঞ্চার

আবীর গড়াই

আমি একবার ট্রেনে করে পুরী বেড়াতে গিয়েছিলাম।  
সেবার আমার সাথে অনেকেই ছিল, মা-বাবা, মাসি ও  
আরও অনেকে। প্রায় এক সপ্তাহ ছিলাম পুরীর হোটেলে।  
এক সপ্তাহ যে কী করে কাটল বুঝতেই পারিনি। যেদিন  
ফেরৎ আসব সেদিনকার কথা, পুরীর লোকদের আজও  
মনে পড়ে, কারণ ওই দিনটি আমার জীবনের অন্তিম দিন  
হতে পারত। আমাদের ট্রেন ছিল শ্রীজগন্নাথ এক্সপ্রেস  
ঠিক রাত আট ঘটিকায়। আমরা আমাদের নির্দিষ্ট সময়ের  
আগেই সেটশনে পৌঁছে যাই ও ট্রেনে উঠে পড়ি। তার  
আগে বলে রাখি যে আমি সম্পূর্ণ ছইল-চেয়ার নির্ভরশীল  
ব্যক্তি, সুতরাং আমার চলা-ফেরার জন্য একজন মানুষের  
সহায়তা লাগে। যাই হোক, ট্রেনে ওঠার একঘণ্টার পর  
শুনি যে আমাদের কামরার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রটি কাজ  
করছে না, তাই সব যাত্রীদের আনুরোধ করা হয় নেমে  
যেতে অর্থাৎ আমাকেও নামতে হয়। তার ঠিক একঘণ্টা  
পর যখন নতুন পরিবর্তিত কামরাতে যাত্রীদের উঠতে বলা  
হয় তখন হাতে মাত্র পনেরো মিনিট। স্বাভাবিকভাবেই  
সবাই ছড়মুড় করে ট্রেনে উঠলেও আমি উঠতে পারিনি।  
আমি যেই দরজার কাছে গিয়ে পৌঁছাই ওমনি দেখি ট্রেনটি  
চলতে শুরু করে দিয়েছে। যদি সেইসময় আমার ট্রেনে  
ওঠানোর প্রয়াস হত আমি হয়তো ট্রেনে কাটাই পড়তাম  
ও আমায় সাহায্যরত মানুষও প্রাণ সংকটে পড়তেন। স্বয়ং  
জগন্নাথদেবই আমায় বাঁচিয়েছিলেন। এই ঘটনার কথা  
ভাবলে আজও শিহরণ হয়, আবার অবাকও লাগে।

DRISHTI

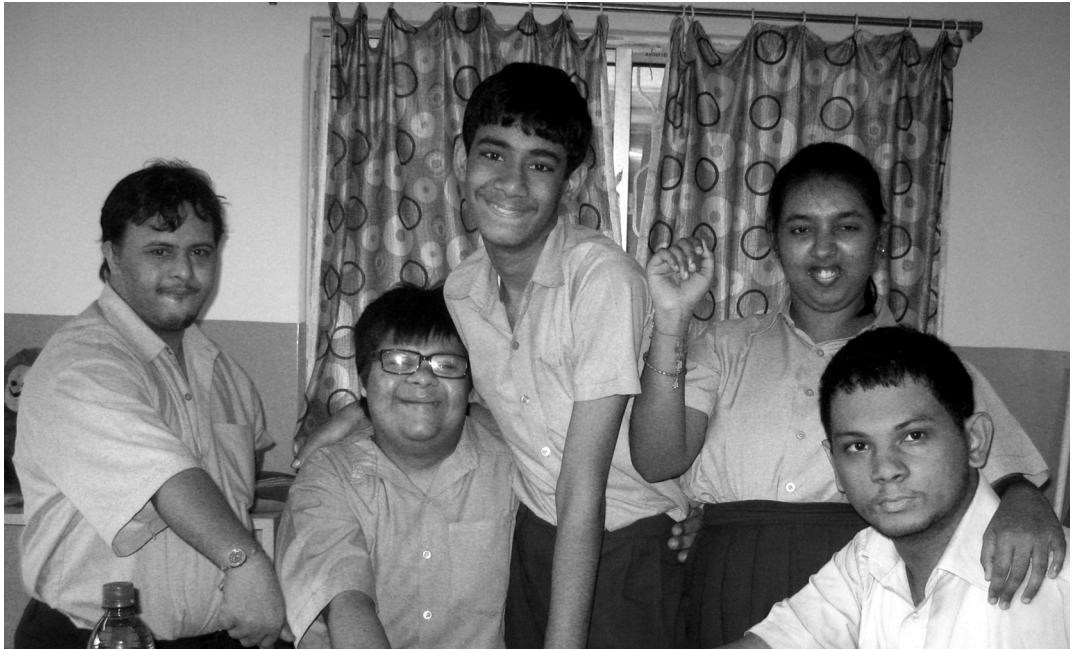






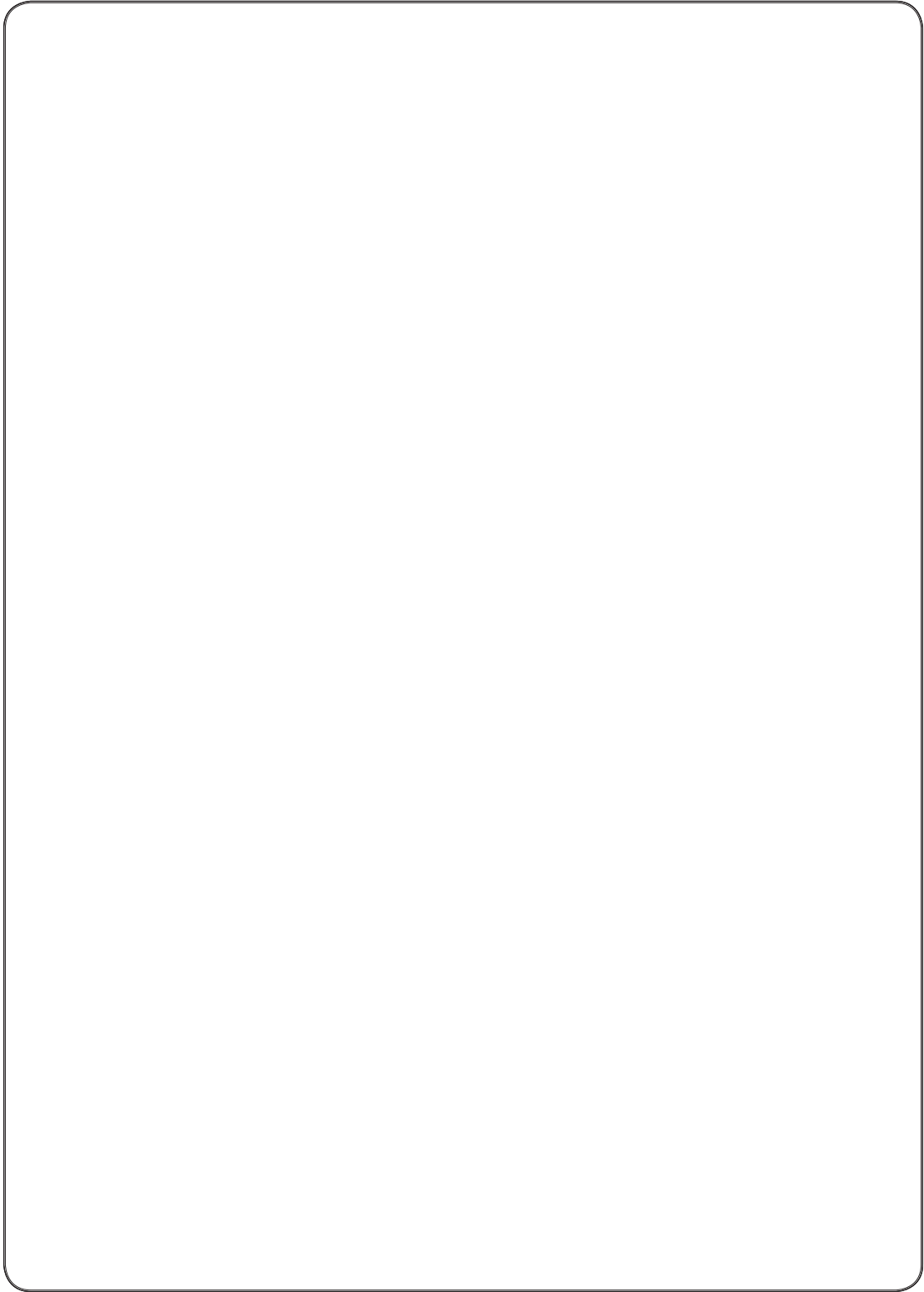
DRISHTI







DRISHTI



Paintings by Upal Sengupta



DRISHTI



Sarbani Nag, Consultant Pediatrician

With best compliments from :

**CARTER CONTAINERS COMPANY PVT.LTD.**

With best compliments from :

**METAL PRODUCTS & ENGINEERING CO.**  
(An ISO 9001:2008 Certified Company)

MANUFACTURERS OF METAL DRUMS, KEGS & CONTAINERS  
6, NUTAN PARA ROAD, LILUAH, HOWRAH 711204  
Ph.No. (033) 2645-5392, 2446-1733, Fax (033) 2407-5382  
E-mail:- jalankk@gmail.com

With best compliments from

**SHIV KISHAN SARAF**

**CSA MEDICAL CENTRE**  
**SERVICE WE PROVIDE**

- Fibero Scan (Liver Scanning)
- Endoscopy and Colonoscopy
- CT Scan (3D Reconstruction)
- EEG
- ECG
- Lung Function Test
- TMYT (shortly introduce)
- USG
- Digital X-Ray
- State of the Art Facilities in Laboratory
- Multi Speciality Polyclinic
- Pain Clinic
- Homoeopathy
- Echo Color Doppler
- 24hours Holter Monitoring

*24 Hours Ambulance Service Available.  
EGHS & WBHS rates are also available here.*

**BB-12, Salt Lake, Sec-2, Near Baisakhi Island**  
**Contact No : 033 4064 4065 / 4001 7778 / 4001 7779**  
**Mob.: 8585028600**



DRISHTI

*with best compliments from*

**PASCAL SWITCHCARE INDIA (P) LTD.**

*WITH BEST COMPLIMENTS FROM*



**VISION EYE FOUNDATION**  
(COMPREHENSIVE EYE CARE CENTRE)  
CD-182, Salt Lake, Sector-I,  
(Near SEBA HOSPITAL & CITY CENTRE 1)



**EYE SURGEON**

**DR. SHILADITYA MUKHERJEE**  
(Fellow Aravind Eye Hospital, Madurai)

**VISITING SURGEON: FORTIS  
HOSPITAL,**

**NETRA NIKETAN Golf Green**

**SERVICE AVAILABLE**

Computerized Eye Testing  
Phaco Surgery

Comprehensive Eye Checkup  
Diabetic Retina checkup

Medical Retina service  
Glaucoma Service

VISITING HOURS: 9:00 AM TO - 12:00 NOON (MON/WED/SAT/SUN)  
FOR APPOINT CALL: **9674745506/9830179089/9830059181**

**MEDICLAIM FACILITIES AVAILABLE**



# Qausayn International

**OVERSEAS MANPOWER CONSULTANT**

**Govt. License No. B-0689/KOL/PART/1000+/5/9090/2014**  
**Approved by Ministry of External Affairs**

**Plot-No. Sector –B Metropolitan Co-operative Housing Society**  
**LTD. Canal South Road, P.O - Dhapa, P.S – Pargati Maidan**  
**Kolkata – 700105, Ph : +91033-40068404. Fax – 91-03340068403**

**Email : [qausayn@gmail.com](mailto:qausayn@gmail.com),**  
**Website : [qausayninternational.com](http://qausayninternational.com)**

With best compliments from :



আপনার বাড়ির পুরাতন বই বিক্রয়ের উদ্দেশ্য থাকলে,  
এখানে যোগাযোগ করুন।

If you have old and rare books for sale contact us.  
We help readers to find rare books.

Contact No: - 7278518768/9477277599

DRISHTI

WITH BEST COMPLIMENTS FROM :





With best compliments from

***FE-482, SALT Lake***

DRISHTI

